



জাতিসংঘ সংবাদ DATELINE UN

A MONTHLY NEWS BULLETIN FROM UNIC DHAKA



মে-জুন ২০১৫

May-June 2015

২৮তম বর্ষ, ৫ম ও ষষ্ঠা সংখ্যা

Volume-XXVIII, No. V & VI

এস ডি জি লক্ষ্যমাত্রা : ৩ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) এবং ২০৩০ সালে সুস্বাস্থ্য

মানব উন্নয়নে স্বাস্থ্য মৌলিক বিষয়। সামাজিক মর্যাদা নির্বিশেষে সব মানুষই সুস্বাস্থ্যকে বরাবর একটা উচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে এবং সমাজে টিকে থাকার জন্য সুস্থ মানুষ গুরুত্বপূর্ণ। তাই আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, আটটি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের (এমডিজি) মধ্যে চারটিই স্বাস্থ্যের সঙ্গে সরাসরিভাবে সম্পর্কযুক্ত।

এই উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো ক্ষুধা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, এইচআইভি/এইডস এবং ম্যালেরিয়াসহ বিশ্বের সুনির্দিষ্ট জরুরি চ্যালেঞ্জগুলোর প্রতি মনোযোগ ও সম্পদ আকৃষ্ট করতে সফল হয়েছে। এসব বিষয় বিশ্ব এজেন্ডার শীর্ষে সন্নিবেশিত রয়েছে এবং এগুলোর লক্ষ্য অর্জনে আন্তর্জাতিক সংস্থা, সরকার, বেসরকারি সংস্থা ও সুশীল সমাজ, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্টকে একযোগে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছে। ফলে হতদরিদ্রদশা অর্ধেকে নেমে গেছে, ম্যালেরিয়া ও যক্ষ্মা উচ্ছেদের লড়াইয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে এবং দুইশত কোটির বেশি মানুষ নিরাপদ খাবার পানির সুযোগ পেয়েছে।

তবু অনেক বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার মতোই শক্তি ও সাফল্যের পাশাপাশি এ ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ ও দুর্বলতাও রয়েছে। দেশগুলো এবং দেশগুলোর মধ্যে অর্জিত অগ্রগতি সঙ্গতিপূর্ণ নয়। দীর্ঘস্থায়ী অপুষ্টি থাকা সত্ত্বেও শিশু ও মায়ের মৃত্যুহার



উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেছে। তবে এ ক্ষেত্রে আরো অনেক কিছু করতে হবে। এইচআইভি/এইডসের বিষয়ে জনশিক্ষা ও রোগ নির্ণয়ে দ্রুত পরীক্ষার ফলে নতুন আক্রান্তের হার কমে গেছে এবং অধিক কার্যকর চিকিৎসার মাধ্যমে এইচআইভি-ধনাত্মক লোকেরা দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার সুযোগ পাচ্ছে। তবু চিকিৎসার সুযোগ আরো বিস্তৃত করা, নতুন করে কারো সংক্রমিত হওয়া রোধ করা এবং কলঙ্কারোপ ও বৈষম্য কমানো প্রয়োজন।

জনসংখ্যার সবাই নয় বরং গর্ভবতী নারী ও অনূর্ধ্ব পাঁচ বছর বয়সী শিশুর মতো

জনসংখ্যার উপশ্রেণির কল্যাণে নির্দিষ্ট উদ্যোগ গ্রহণে এমডিজি উৎসাহিত করেছে। কোনো কোনো দেশ অবশ্য সমগ্র জনসংখ্যার স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বিনিয়োগের মাধ্যমে সূচকের উন্নতি ঘটানোর যে প্রচেষ্টা চালিয়েছে তাতে সব বয়সের সব মানুষের স্বাস্থ্যে নাটকীয় অগ্রগতি হয়েছে। এর বাইরে অন্য যেসব দেশ বহুলাংশে গর্ভবতী নারী ও ছোট ছোট ছেলেমেয়ের স্বাস্থ্যসেবার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে সেসব দেশে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের সার্বিক অগ্রগতি হয়েছে কম। ফলাফলে ন্যায্যতাকে অগ্রাধিকার দেয়া এবং নির্দিষ্ট কোনো রোগকে লক্ষ্য



হিসেবে নির্ধারণ করার পরিবর্তে গোটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থারই সমাধান করার মতো একটি নতুন এজেন্ডা প্রয়োজন।

এছাড়া, গত ৩০ বছরে বিশ্ব যে ধরনের রোগব্যাধির ভারে আক্রান্ত ছিল তা বহুলাংশে পরিবর্তিত হওয়ার ফলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজন বেড়ে গেছে। উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় ধরনের দেশেই মৃত্যু ও অসুস্থতার ক্রমবর্ধমান অংশের জন্য স্ট্রোক, ক্যান্সার ও ডায়াবেটিসের মতো অসংক্রামক রোগগুলো দায়ী। বস্তুত অনেক উন্নয়নশীল দেশে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তাদের একটি চ্যালেঞ্জপূর্ণ পরস্পরবিরোধী অবস্থার মুখে ফেলে দিয়েছে; অপেক্ষাকৃত দরিদ্র প্রত্যন্ত এলাকায় এমডিজি এজেন্ডা অনুযায়ী অনেক কিছু করতে হয়; আর বিত্তবৈভবপূর্ণ শহরে বেড়ে চলে ডায়াবেটিস ও হৃদরোগ। এমনকি পরিবারের ভেতরেও পারিবারিক গতিবিদ্যার ফলে কোনো কোনো সদস্য ক্যালোরি ঘাটতিতে ভুগতে পারে, কেউ হতে পারে স্থূলকায়। ভবিষ্যতের দিকে খেয়াল রেখে আমাদের ২০১৫-পরবর্তী এমন একটি এজেন্ডার প্রয়োজন, যা এসব বিষয়ের সমাধানে দেশগুলোকে সহায়তা করতে পারে। চিকিৎসা গবেষণায় দেখা গেছে যে, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কোনো বিষয় পরে নিষ্পন্ন করা হবে বলে ফেলে রাখলে তা আমাদের সার্বিক স্বাস্থ্য ও কল্যাণের ক্ষেত্রে অনেক বড় একটা ভূমিকা পালন করে। এমন বিষয়টা কমানো এবং মানুষকে মানসিক স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ দেয়ার প্রয়োজন সম্পর্কে ঐকমত্য বেড়ে চলেছে।

ভেতর-বাইরের বায়ুর মান, পানির মান ও স্বাস্থ্যের পরিবেশগত অন্যান্য নির্ধারকের সমাধান হলো আরেকটি উদাহরণ। এসব বিষয় মোকাবেলা করা হলো বৈশ্বিক স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা বিধান করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং ২০১৫-পরবর্তী এজেন্ডায় একটা বৃহত্তর ভূমিকার জন্য প্রয়োজন।

আমরা তাই এমডিজির প্রতি অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা এবং বিশ্বের জরুরি মনোযোগ আকর্ষণ করার মতো নতুন বিষয়গুলো আওতায় নেয়ার লক্ষ্যে বিস্তৃত পরিসরের একটি ২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডা গ্রহণের সুপারিশ করছি। সবার জন্য সব বয়সে সুস্থ জীবন ও কল্যাণ এগিয়ে নেয়ার নিশ্চয়তা সংবলিত এসডিজি-৩ প্রণয়ন সহজেই এমন একটি বিস্তৃত এজেন্ডা সংকুলান করতে পারে। শিশু ও মাতৃমৃত্যুর সংখ্যাসূচকের লক্ষ্য সংবলিত বর্তমান বিষয় বিবরণী এমডিজির এজেন্ডা সম্পূর্ণ করার মতো কার্যক্রম বেগবান করতে পারে। অসংক্রামক ব্যাধি, বাস্তব অপব্যবহার ও পরিবেশগত স্বাস্থ্য সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যগুলো এসব বিষয়ের গুরুত্ব ও অগ্রগতি এগিয়ে নেয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা সৃষ্টি করবে।

আলোচ্য লক্ষ্যের সম্ভবত সবচেয়ে বৈশ্বিক দিকটি হলো সর্বজনীন স্বাস্থ্যের আওতা (ইউএইচসি) সম্পর্কিত লক্ষ্যটি। এই লক্ষ্যটি ব্যাপক বিস্তৃত হওয়ার কারণে অর্জন বা পরিমাপ করা কষ্টকর হবে বলে সমালোচনায় জর্জরিত হচ্ছে। অবশ্য অগ্রগতিকে অনুপ্রাণিত করার জন্য অনেক সময় উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যের প্রয়োজন হয়।

এমডিজিগুলোতে গর্ভবতী নারী ও অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুদের জন্য সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ গ্রহণকে অগ্রাধিকার দেয়া হলেও ইউএইচসি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বিনিয়োগের মাধ্যমে সবার জন্য সুস্থ জীবন এগিয়ে নেয়াকে গুরুত্ব দিচ্ছে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অধিক সুফল পাওয়ার চাবিকাঠি যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বিনিয়োগ তার বিস্তার প্রমাণ দেখা যাচ্ছে।

সংক্ষেপে, ইউএইচসির লক্ষ্য হলো আর্থিক দুর্ভোগে না পড়ে সবমানুষের প্রয়োজনীয় মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ নিশ্চিত করা। এতে দরিদ্রতম লোকদেরও প্রয়োজনীয় সেবা লাভের সামর্থ্য থাকায় ইউএইচসিতে স্বাস্থ্যের ফলাফলে বর্ধিত ন্যায্যতার গুরুত্ব রয়েছে। এতে সব বয়সে স্বাস্থ্য সমস্যাগুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে জীবনব্যাপী ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগকে সমর্থন করা হয়েছে। যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে এতে সব মানুষের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা পূরণ হবে এবং এগিয়ে নেয়া, প্রতিরোধ, নিরাময়, প্রশমন ও পুনর্বাসন সেবার ক্ষেত্রে সহযোগিতা বিস্তৃত হবে। পরিশেষে, আচরণগত পছন্দ (খাদ্য), ব্যায়াম, বায়ুর মান, তামাকের ব্যবহার ইত্যাদিসহ স্বাস্থ্যের সামাজিক ও পরিবেশগত নির্ধারকগুলোর ওপর নির্ভর করে ইউএইচসি বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

আগামী ১৫ বছরব্যাপী ইউএইচসির যে লক্ষ্য তা ধনী-দরিদ্র সব দেশের জন্যই সত্যিকার রূপান্তরমূলক হতে পারে। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, স্বাস্থ্যের উন্নতিগুলো সবার জন্যই আসবে, বিশেষ কোনো শ্রেণির জন্য নয়। ১৫৩টি দেশ থেকে কারণ বিশ্লেষণ করে যে তথ্য পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় যে, 'স্বাস্থ্যসেবার পরিসর বিস্তৃত হলে সাধারণত প্রয়োজনীয় সেবার সুযোগ ভালো হয় এবং জনস্বাস্থ্যেরও উন্নতি হয়, আর সর্বাধিক সুফল পায় দরিদ্রজন।' ২০১০ সালের বিশ্ব স্বাস্থ্য রিপোর্টে ব্যয়িত অর্থ পরিশোধের ফলে স্বাস্থ্যসেবা ব্যয়ের যে বিপর্যকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তা তুলে ধরা হয়েছে। সে সময়ে বিশ্বের প্রায় ১৫ কোটি লোক আর্থিক দুর্ভোগে পড়ে এবং প্রায় ১০ কোটি লোক দারিদ্রসীমার নিচে ছিটকে পড়ে। সেবার ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করা, সর্বজনীন সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে কাজ করা এবং কেবল ব্যয়ের কারণে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা থেকে কেউ যাতে বাদ না পড়ে তা নিশ্চিত

করার প্রতি মনোযোগ ও প্রচেষ্টার ওপর ইউএইচসি গুরুত্ব দিচ্ছে।

অবশ্য বৈশ্বিক লক্ষ্য ও অগ্রাধিকার নির্ধারণের মাধ্যমেই কেবল কার্যসাধন সম্ভব। লক্ষ্যের বাস্তবায়ন কীভাবে হবে এবং অগ্রগতি কীভাবে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হবে তাই হবে আসল পরীক্ষা। সবার জন্য সব বয়সে সুস্থ জীবন ও কল্যাণ নিশ্চিত করার বিস্তৃত লক্ষ্য থাকার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও অন্যান্য কর্মীকে নীতি বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণের উপায়ের ব্যাপারে কার্যোপযোগী হতে হবে। নীতিগত সিদ্ধান্তের মতোই বৈশ্বিক লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রার ক্ষেত্রেও মতৈক্যকে অনিবার্যভাবেই একটা রাজনৈতিক ও কারিগরি প্রক্রিয়া হতে হবে। এমনকি অংশগ্রহণকারী স্বার্থসংশ্লিষ্টদের সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও বাস্তবায়নের ধারা ঠিক রাখা ও পরিবীক্ষণ করার সুবিধার্থে লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নযোগ্য করার উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক ও কারিগরি বিষয়ের মধ্যে উত্তেজনাকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে হবে।

এসডিজির ক্ষেত্রে কী ধরনের সূচক ব্যবহার ও কীভাবে অর্থায়ন করা হবে তা নিয়ে আলোচনা চলছে। স্থিতিশীল উন্নয়ন সমাধান নেটওয়ার্ক (এসডিএসএন, ডব্লিউডব্লিউডব্লিউ, ইউএনএসডিএসএন-অর্গ) ২০১৫-পরবর্তী সূচকের একটি কাঠামো প্রস্তাব করেছে। বিভিন্ন গ্রুপের স্বার্থসংশ্লিষ্টের ঐকমত্য ও বিদ্যমান উপাত্ত উৎসভিত্তিক সূচকগুলো সুস্পষ্ট ও সহজসাধ্য হওয়া প্রয়োজন। সমান অগ্রগতি নিশ্চিত করার জন্য সূচকগুলোকে যতটুকু সম্ভব ফলাফল পরিমাপ করতে হবে এবং ব্যাপক আর্থসামাজিক চলকের (বয়স, লিঙ্গ, শহর/গ্রাম ইত্যাদি) মাধ্যমে বিভাজিত হতে হবে। এছাড়া, উপাত্ত বিপ্লবের প্রতি সরকারকে সমর্থন দিতে হবে এবং প্রকাশ্যে প্রাপ্ত উপাত্তের বার্ষিক প্রতিবেদন দেয়ার ব্যবস্থা নিতে হবে। মোবাইল ফোন ও দূরমিতির মতো নতুন নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে উন্নতমানের উপাত্ত দ্রুত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা ক্রমবর্ধমান হারে সহজ হয়ে উঠছে; ২০১৫-পরবর্তী এজেন্ডাকে তার সুবিধা নিতে হবে।

আগামী ১৫ বছরের জন্য একটি উচ্চাভিলাষী, ন্যায্যসঙ্গত উন্নয়ন এজেন্ডা প্রতিষ্ঠার সুযোগ আমরা দিয়েছি। বৈশ্বিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া একটি অর্থবহ ফল দেয়ার জন্য চলমান রয়েছে, যা বিশ্ব স্বাস্থ্যের জন্য রূপান্তরমূলক হতে পারে। আমরা ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি বলে স্বার্থসংশ্লিষ্ট একটি অর্থবহ চুক্তির প্রতিশ্রুতি পূরণে সরকারগুলোকে জবাবদিহির মধ্যে রাখতে ও এসডিজি বাস্তবায়নে একযোগে কাজ করতে হবে।

লেখকবৃন্দ

নিউইয়র্ক সিটির স্থিতিশীল উন্নয়ন সমাধান নেটওয়ার্কের ব্যবস্থাপক লরেন বারেরডো। আক্রার ঘানা বিশ্ববিদ্যালয়ে জনস্বাস্থ্য স্কুলের অধ্যাপক আইরিন অ্যাগিয়েগু। বেইজিংয়ের পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক গবেষণার জন্য চীনা কেন্দ্রের পরিচালক গর্ডন লিউ। নয়াদিল্লির ভারতীয় জনস্বাস্থ্য ফাউন্ডেশনের সভাপতি শ্রীনাথ রেডি।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস : প্রাসঙ্গিক তথ্য

ভারতের প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক যোগ দিবস প্রতিষ্ঠার খসড়া প্রস্তাব রেকর্ড সংখ্যক ১৭৫টি দেশ অনুমোদন করেছে। সাধারণ পরিষদের ৬৯তম অধিবেশনের উদ্বোধনীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর ভাষণে প্রস্তাবটি প্রথম উত্থাপন করেন। উদ্বোধনী অধিবেশনে নরেন্দ্র মোদী তাঁর ভাষণে বলেন, 'যোগ আমাদের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের একটি অমূল্য দান। যোগে রয়েছে আমাদের মন ও দেহ, চিন্তা ও কাজের সমন্বয়, ... একটি কল্যাণমুখী দৃষ্টিভঙ্গি যা আমাদের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের জন্য মূল্যবান। যোগ কেবল ব্যায়ামের বিষয় নয়; এটা আপনার সত্তা, বিশ্ব ও প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতাবোধ আবিষ্কারের একটি উপায়।'

প্রস্তাবে 'সুস্বাস্থ্য লালনে সুস্থ পছন্দ ও জীবনধারা অনুসরণ করা ব্যক্তি ও জনগণের গুরুত্ব' উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও তার সদস্য দেশগুলোর প্রতি শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা হ্রাসে



নাগরিকদের সহায়তা করার আস্থান জানিয়েছে, যা বিশ্বব্যাপী মৃত্যুর প্রধান দশটি কারণের অন্যতম এবং হৃদরোগ, ক্যান্সার ও ডায়াবেটিসের মতো অসংক্রামক রোগের একটি প্রধান ঝুঁকির কারণ।

কিন্তু যোগ শারীরিক সক্রিয়তার চেয়েও বেশি। প্রস্তাবের ওপর ভোটের আগে ৬৯তম অধিবেশনের সভাপতি স্যাম কুটেন্সা তাঁর বিবৃতিতে যে বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেন তা হলো: 'শত শত বছর ধরে সব স্তরের মানুষ যোগাভ্যাস করে এর মধ্য দিয়ে মন ও শরীরের মধ্যে ঐক্যের অনবদ্য বিমূর্ত প্রকাশকে স্বীকার করে নিয়েছে।' জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুনও এক বিবৃতিতে যোগের বৈশ্বিক সুফলের কথা উল্লেখ করেছেন: 'যোগ একটি ক্রীড়া যা উন্নয়ন ও শান্তিতে অবদান রাখতে পারে। জরুরি পরিস্থিতিতে চাপ থেকে মুক্তি পেতেও যোগ মানুষকে সাহায্য করতে পারে।' সবচেয়ে খ্যাত যোগাভ্যাসকারীদের অন্যতম প্রয়াত বি.কে.এম লায়নগারের ভাষায়: 'যোগ দৈনন্দিন জীবনে একটি সুখম দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখার উপায়ের বিকাশ ঘটায় এবং যোগাভ্যাসকারীর কাজ সম্পাদনে দক্ষতা আনে।'

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের সাম্প্রতিক কার্যক্রম বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালিত

২১ জুন ২০১৫

জাতিসংঘ বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ যোগ সমিতির সহযোগিতায় ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ২১শে জুন ঢাকার জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের আয়োজন করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন এবং জাতিসংঘ বাংলাদেশের আবাসিক সমন্বয়কারী জনাব রবার্ট ওয়াটকিন্স ও ভারতের হাইকমিশনার জনাব পঙ্কজ শরন বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা প্রদান করেন। যোগ শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে একটি যোগ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় এবং যোগ বিষয়ক একটি ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। এছাড়া জাতীয় জাদুঘর প্রাঙ্গণে একটি ছবি প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়। ছয় শতাধিক অংশগ্রহণকারী অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন। উল্লেখ্য, ২০১৪ সালের ১১ই ডিসেম্বরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ প্রতিবছরের ২১শে জুনকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।



বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি ড. গওহর রিজভী



যোগ প্রদর্শনী



অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শকদের একাংশ



জাতিসংঘ আবাসিক সমন্বয়কারী রবার্ট ওয়াটকিন্স



বক্তব্য প্রদান করছেন ভারতীয় হাইকমিশনার পঙ্কজ শরন



যোগাসন সংবলিত প্ল্যাকার্ড

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের সাম্প্রতিক কার্যক্রম বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস পালিত

৩১ মে ২০১৫



প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নিহত শান্তিরক্ষী পরিবারকে সম্মাননা প্রদান



পিস র্যালির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস উৎযাপন এবং শান্তিরক্ষা মিশনে নিহত ও আহত বাংলাদেশী সৈন্যদের অবদানকে স্বীকৃতি জানাতে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, জাতিসংঘ আবাসিক সমন্বয়কারীর কার্যালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ৩১ মে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে নিহত শান্তিরক্ষীদের পরিবার এবং আহত শান্তিরক্ষীদের সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা প্রদান করেন এবং নিহত শান্তিরক্ষীদের পরিবারের সদস্য ও আহত শান্তিরক্ষীদের হাতে ক্রেস্ট ও পুরস্কার তুলে দেন। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, সশস্ত্র বাহিনীর ও প্রধান, পররাষ্ট্র সচিব, পুলিশের ভারপ্রাপ্ত প্রধান ও উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তারা এই সময় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। জাতিসংঘ আবাসিক সমন্বয়কারী রবার্ট ওয়াটকিন্স তার সূচনা বক্তব্যে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের প্রশংসা ও নিহত শান্তিরক্ষীদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন। সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ ও বেসামরিক কর্মকর্তা, মন্ত্রী, এমপি, শিক্ষাবিদ, সুশীল সমাজের সদস্য, জাতিসংঘ কর্মকর্তা ও কূটনীতিবিদসহ দেড় সহস্রাধিক অংশগ্রহণকারী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া একই দিন ভোরে সশস্ত্র বাহিনী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও জাতিসংঘ কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে একটি পিস রানের আয়োজন করা হয় যেখানে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রধান অতিথি ও জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস পালিত

১৬ মে ২০১৫

আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস উপলক্ষে ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ওয়ার্ল্ডওয়াইড ফ্যামিলি লাভ মুভমেন্ট, ঢাকা আহছানিয়া মিশন ও ধুবতারা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন যৌথভাবে ১৬ মে ঢাকা আহছানিয়া মিশন মিলনায়তনে এক সেমিনারের আয়োজন করে। ঢাকা আহছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. মো. এহসানুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ তারিকুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব এবং জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান। আরও বক্তব্য রাখেন ডব্লিউ ডব্লিউ এফএলএম-এর চেয়ারপারসন তাজকেরা খায়ের ও ধুবতারার নির্বাহী পরিচালক অমিয় প্রাপণ চক্রবর্তী। বক্তাগণ তাদের বক্তৃতায় পারিবারিক জীবনের সমসাময়িক সমস্যা ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে পরিবারের সদস্যদের ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। দিবসটি উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিবের বাণী পাঠ করেন অমৃতা দাশ। বিভিন্ন পেশার প্রায় শতাধিক অংশগ্রহণকারী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।



বক্তব্য রাখছেন সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব



অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের সাম্প্রতিক কার্যক্রম চট্টগ্রামে জাতিসংঘের ৭০তম বার্ষিকী ও এসডিজি বিষয়ক সেমিনার আয়োজন

১৫ জুন ২০১৫



বক্তব্য রাখছেন চুয়েট-এর উপাচার্য



নিপ্পন একাডেমীর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

জাতিসংঘের ৭০তম বার্ষিকী পালন ও ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিতব্য জাতিসংঘ সম্মেলনগুলো সম্পর্কে সচেতনতামূলক কর্মসূচির অংশ হিসেবে, চট্টগ্রাম প্রযুক্তি ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট) ও নিপ্পন একাডেমির সঙ্গে যৌথভাবে ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র ১৫ই জুন চুয়েট মিলনায়তনে এক সেমিনারের আয়োজন করে। চুয়েটের উপাচার্য অধ্যাপক ড. জাহাঙ্গীর আলম সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা প্রদান করেন এবং জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন জাপান দূতাবাসের অনারারি কনসাল-জেনারেল জনাব মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, চুয়েটের উপ-উপাচার্য, রেজিস্ট্রার এবং অংশগ্রহণকারী একজন ছাত্রী। প্রায় শতাধিক শিক্ষার্থী সেমিনারে যোগ দেয় ও কয়েকজন প্রমোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করে। সেমিনারে প্রধানত সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (এসডিজি) বিষয়ে সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্ক সম্মেলন, উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন (এফএফডি) বিষয়ে আদিস আবাবায় জুলাই সম্মেলন ও ডিসেম্বরে কপ২১-প্যারিস সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। টেকসই উন্নয়ন, বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন ও এগুলোতে তরুণ সম্প্রদায় কিভাবে অবদান রাখতে পারে এ বিষয়গুলো আলোচনায় স্থান পায়। একই বিষয়ে ১৪ জুন চট্টগ্রামের নিপ্পন একাডেমিতে অপর একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

পরিবেশ রক্ষা এবং কার্বন নির্গমন হ্রাস বিষয়ে প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৫ পালিত

৮ জুন ২০১৫

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্র এবং জাতিসংঘ ইয়ুথ অ্যান্ড স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (ইউনিস্যাব) গত ৮ জুন তথ্য কেন্দ্রের সম্মেলন কক্ষে এক গোল টেবিল বৈঠকের আয়োজন করে। এমডিজি এবং ২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন বিষয়ক এই আলোচনায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় যুগ্মসচিব জনাব মাহমুদ হাসান প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। ইউএনডিপি'র টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক সিনিয়র উপদেষ্টা জনাব আমিনুল ইসলাম এবং ইউনিডো বাংলাদেশ এর প্রধান কর্মকর্তা জনাব যাকি-উজ-জামান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ইউনিস্যাব প্রেসিডেন্ট মামুন মিয়া এবং সাংবাদিক মহিউদ্দিন কাওসার। আলোচনায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ পরিবেশ রক্ষা এবং কার্বন হ্রাস কমানোর ব্যাপারে তাদের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। জাতিসংঘের ৭০ বছর পূর্তি এবং টাইম ফর গ্লোবাল অ্যাকশন-২০১৫ প্রতিপাদ্য নিয়ে আয়োজিত বৈঠকটি সঞ্চালনা করেন ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান। পরে অংশগ্রহণকারিগণ প্রমোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া পরিবেশ বিষয়ে জাতিসংঘের একটি ভিডিও প্রদর্শন করা হয় এবং দিবসটি উপলক্ষে বাংলায় অনুবাদকৃত জাতিসংঘ মহাসচিবের বাণীটি অংশগ্রহণকারীদের মাঝে বিতরণ করা হয়।



নারী দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীগণ



আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে অংশগ্রহণকারীদের গ্রুপ ছবি

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুনের বাণী, ৫ জুন ২০১৫



এ বছরের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য হলো ‘সাত কোটি স্বপ্ন, একটি গ্রহ, যত্ন নিয়ে ব্যবহার’।

এই গ্রহ আমাদেরকে যে পরিমাণ সম্পদ স্থায়ীভাবে দিতে পারে মানবজাতি তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যবহার করে যাচ্ছে। পৃথিবীর পরিবেশ চক্রের অনেক কিছুই সঙ্কটপূর্ণ আঘাতের দিকে ধাবিত হচ্ছে। আমাদের জন্য পরিবর্তনের এখনই সময়।

স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্য হলো পরিবেশের ক্ষতি-বৃদ্ধি ব্যতিরেকে এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সম্পদের চাহিদার ব্যাপারে কোনো আপস না করে সকল মানুষের জীবন-মান উন্নয়ন। পণ্য ব্যবহারের

ক্ষেত্রে আমাদের অভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে, যেমন: জ্বালানি, পানি এবং অন্যান্য সম্পদের স্বল্প ব্যবহার এবং খাদ্য অপচয় কমিয়ে এনে, এগুলো আমরা সঠিকভাবে করতে পারি।

রূপান্তরের এই বছরে স্থিতিশীল উন্নয়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যখন আমরা প্রভূত উন্নয়ন অবলোকনের অপেক্ষায় আছি, আসুন, তখন আমরা পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে অধিকতর সচেতন হয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন করি। আসুন, আমাদের কারণে তৈরি পরিবেশের ফলাফলগুলো সম্পর্কে চিন্তা করি। আসুন, আমরা আমাদের এই গ্রহের শ্রেয়তর সেবকে পরিণত হই।



আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষ্যে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন-এর বাণী

২১ জুন ২০১৫

এ বছর ভারত পরিদর্শনকালে আমি আমার একজন জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টার সঙ্গে যোগ অনুশীলন করার সুযোগ পেয়েছিলাম। যদিও তিনি ওই দেশের ছেলে, কাজটি আমি একইভাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অন্য অনেক সহকর্মীর সাথেও করতে পারতাম। যোগ একটি ঐতিহ্যবাহী পরিবেশ থেকে আসা প্রাচীন শৃঙ্খলা, যেটি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং প্রতিটি এলাকার অনুশীলনকারীদের কাছে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। ২১ জুনকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে ঘোষণা করে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ এই ধারাবাহিক অনুশীলনের গুরুত্বপূর্ণ সুবিধাগুলোকে এবং জাতিসংঘের নীতি ও চেতনার সাথে এর সহজাত উপযুক্ততাকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

যোগ শারীরিক ও আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যে উন্নতি আনার একটি সহজ, সুগম ও সমন্বিত পদ্ধতি। এটি সহযোগী মানুষ ও আমাদের সবার ব্যবহৃত এই গ্রহের প্রতি সম্মান বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। যোগ বৈষম্য সৃষ্টি করে না এবং শক্তি, বয়স ও ক্ষমতা নির্বিশেষে বিভিন্ন বয়সসীমার মানুষ এটি অনুশীলন করতে পারে।

এটি আমি আবিষ্কার করেছি আমার প্রথম ‘আসানা’ অনুশীলনের সময়; ‘আসানা’ হলো প্রাথমিক যোগ শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত একটি বৃক্ষ-ভঙ্গি। আমার ভারসাম্য রক্ষা করতে কিছু সময় লেগেছিল কিন্তু এটি করার পর আমি এ যোগ থেকে পাওয়া সরল অনুভূতির যে তৃপ্তি তার প্রশংসা করেছিলাম।

প্রথমবারের মতো আয়োজিত আন্তর্জাতিক এই যোগ দিবসে আসুন আমরা ব্যক্তি কল্যাণ, শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক ও একই সাথে জনস্বাস্থ্য ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন গড়তে সবার সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণে এই অনুশীলনের সুফলগুলোকে কাজে লাগাই।

আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবসে শ্রদ্ধা নিবেদন



INTERNATIONAL DAY OF
UNITED NATIONS PEACEKEEPERS

29 MAY



বাংলাদেশস্থ জাতিসংঘ আবাসিক সমন্বয়কারী রবার্ট ওয়াটকিন্স-এর বাণী

প্রতি বছর জাতিসংঘ এবং বিশ্ব সম্প্রদায় বিশ্বব্যাপী শান্তিরক্ষা মিশনে যেসব নারী ও পুরুষ কর্মরত আছেন অথবা কর্মরত ছিলেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকে। বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা বাস্তবতায় শান্তিরক্ষা কার্যক্রম একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ১৯৪৮ সালের মে মাসে সর্বপ্রথম জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন গুরুত্ব পর থেকে শান্তিরক্ষা কার্যক্রম যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব, পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং আইনের শাসন, মানবাধিকার ও নাগরিকদের সুরক্ষায় বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার মতো অধিকতর জটিল বিষয়গুলো সমাধানে অব্যাহতভাবে নতুন নতুন রূপে আবির্ভূত হচ্ছে।

মানবসেবা সহায়তার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী এবং পুলিশ এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সর্বোচ্চ সেনা প্রেরণকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম এবং বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীগণ তাঁদের উৎসর্গ ও সাহসিকতার জন্য পরিচিত। তাদের কঠোর পরিশ্রম এটা নিশ্চিত করে যে, দ্বন্দ্ব নিরসনে শান্তিরক্ষা কার্যক্রম একটি শক্তিশালী প্রবেশ দ্বার এবং সেবা ও বিশ্ব শান্তির মতো জাতীয় ঐতিহ্যকে শান্তিরক্ষীগণ এগিয়ে নেয় যা দেশের সংবিধানে গ্রথিত আছে।

আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবসের এই মুহূর্তে আমি সেসব বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি যারা বিশ্ব শান্তি রক্ষায় চরম ত্যাগ স্বীকার করেছেন এবং গভীরভাবে স্মরণ করছি তাঁদের যারা গত বছর জীবন উৎসর্গ করেছেন :

ল্যান্স করপোরাল মো. আবদুর রাজ্জাক সার্জেন্ট মো. মিরাজুজ্জল ইসলাম ল্যান্স করপোরাল মো. নজরুল ইসলাম সার্জেন্ট মো. লাবু ইসলাম সার্জেন্ট মো. শহিদুল ইসলাম লিডিং সি-ম্যান এম জাহাঙ্গীর আলম

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তাঁদের সেবার জন্য কৃতজ্ঞ এবং জাতিসংঘ-বাংলাদেশ তাঁদের পরিবারের প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করেছে। বিশ্ব শান্তি এবং স্থিতিশীলতা রক্ষায় জাতিসংঘকে সহায়তার মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার যে উচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে এজন্য আমি বাংলাদেশ সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং আশা করি বাংলাদেশ ও জাতিসংঘের মধ্যে অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির ক্রমাগত ধারা অব্যাহত থাকবে।